দর্শনা সীমান্তে স্বর্ণসহ নারী চোরাকারবারি আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা সীমান্তে ৬ বিজিবির চোরাচালান বিরোধী অভিযানে তিনটি স্বর্ণের বারসহ এক নারী চোরাকারবারি আটক হয়েছে।

সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের কামারপাড়া বাড়াদী গ্রামের ওয়াসীমের স্ত্রী আসমা বেগম (৩৫) কে আটক করা হয়।

বিজিবি জানায়, ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাজমুল হাসানের নির্দেশে বিশেষ গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কামারপাড়া পাকা রাস্তায় অভিযান চালানো হয়। এ সময় কামারপাড়া বাড়াদী ক্যাম্পের নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হকের নেতৃত্বে টহল দল সীমান্ত পিলার ৮০/১০ আর হতে প্রায় ৮০০ গজ ভেতরে অভিযান চালিয়ে আসমা বেগমকে আটক করে।

পরে তার হাতে থাকা ভ্যানিটি ব্যাগ তল্লাশি করে তিনটি স্বর্ণের বার, একটি বাটন মোবাইল ফোন ও নগদ ১৮০ টাকা উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত স্বর্ণের আনুমানিক বাজারমূল্য ৫৮ লাখ ৫৮ হাজার টাকা।

ঘটনায় নায়েব সুবেদার মোহাম্মদ এনামুল হক বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন। আটককৃত আসামিকে থানায় হস্তান্তর এবং উদ্ধারকৃত স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারি অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

কুমিল্লার ১০ পয়েন্ট দিয়ে ইলিশ পাচার হচ্ছে ত্রিপুরায়

কুমিল্লা সীমান্তের ১০টি পয়েন্ট দিয়ে চাঁদপুরের ইলিশ পাচার হচ্ছে ত্রিপুরায়। এভাবে প্রতি রাতে বিপুল পরিমাণ ইলিশ যাচ্ছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলায়। এতে একদিকে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সরকার,

অন্যদিকে স্থানীয় ভোক্তারা বঞ্চিত হচ্ছে। এদিকে, ভরা মৌসুমেও স্থানীয় বাজারে ন্যায্যমূল্যে মিলছে না ইলিশ। তবে কুমিল্লার বাজার থেকে কম দামে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে ত্রিপুরার বিভিন্ন শহরের বাজারে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, কয়েক বছর আগেও জেলার বাজারগুলো চাঁদপুরের মৌসুমি ইলিশে ভরপুর থাকত। কিন্তু সম্প্রতি চোরাকারবারি নেটওয়ার্কের কারণে ভরা মৌসুমেও বাজারে কাঙ্ক্ষিত ইলিশ মিলছে না। প্রতিদিনই চোরাকারবারি সিন্ডিকেটগুলো আড়ত থেকে বেশির ভাগ ইলিশ ওপারে পাচার করে দিচ্ছে। বাজারে ঢোকার আগেই অধিকাংশ ইলিশবাহী পিকআপ সীমান্তের দিকে চলে যাচ্ছে। বাজারে ইলিশের সংকটের কারণে ফড়িয়া বিক্রেতারা চড়ামূল্যে বিক্রি করছে। এতে জাতীয় মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে জেলার নিম্নআয়ের মানুষ।

সূত্র জানায়, প্রতিদিন চাঁদপুরের বিভিন্ন ঘাট, একই জেলার হাইমচর এবং লক্ষ্মীপুরের বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ইলিশ আসে কুমিল্লার আড়তগুলোতে। এর বেশির ভাগই চোরাকারবারি সিন্ডিকেটগুলো কিনে নেয়। সন্ধ্যার পর ইলিশবাহী বহু পিকআপ সরাসরি কুমিল্লার ভারত সীমান্তের বিভিন্ন পয়েন্টে চলে যায়। সদর দক্ষিণ উপজেলার মথুরাপুর, যশপুর, মুড়াপাড়া, দলকিয়া, আদর্শ সদর উপজেলার নিশ্চিন্তপুর, বড়জ্বালা, খাড়েরা, বুড়িচং উপজেলার তেলকুপি বাজার, ব্রাহ্মণপাড়া উপজেলার শশীদল, সংকুচাইল, আশাবাড়ী সীমান্ত দিয়ে বেশ কয়েকটি সিন্ডিকেট এসব ইলিশ পাচার করছে। এতে জড়িতরা অধিকাংশই মাদককারবারি। ফলে তারা ইলিশের বিনিময়ে ওপার থেকে মাদক নিয়ে আসছে।

সরেজমিন সীমান্তের নিশ্চিন্তপুর এলাকায় গিয়ে কথা হয় স্থানীয় বেলাল হোসেনের সঙ্গে। তিনি বলেন, প্রতি রাতে ৪-৫টি পিকআপ এখানে আনলোড করা হয়। বরফে ঢাকা সাদা ককসিটে মোড়ানো ইলিশ কেরিং ম্যানরা নিয়ে যায় সীমানার ওপারে ত্রিপুরায়। তারা বর্ডার কন্টাক্ট করেই এসব মাছ পাচার করে থাকে।

বড়জ্বালা সীমান্ত এলাকার খলিলুর রহমান বলেন, যে পরিমাণ ইলিশ ভারতে পাচার হয় সেগুলো আমাদের বাজারে থাকলে ৫০০ থেকে হাজার টাকা কেজিতে ইলিশ পাওয়া যেত। শুনেছি সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরার বিভিন্ন বাজারে আমাদের কুমিল্লার চেয়ে কম দামে ইলিশ পাওয়া যাচ্ছে। সদর দক্ষিণ উপজেলার দলকিয়া সীমান্তের বাসিন্দা এনামুল হক বলেন, সীমান্তের ওপারের লোকজনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়। তারা বলছে, তাদের ওখানে স্থানীয় বাজারে ৮-৯শ রুপি কেজি দরে ইলিশ

বিক্রি হচ্ছে। প্রতিদিন প্রচুর ইলিশ ভারতে চলে যাচ্ছে। সেখান থেকে আসছে গাঁজা, ফেনসিডিল, ইয়াবাসহ নানা চোরাই পণ্য। আইনশৃঙ্খলার কাজে নিয়োজিতরা এর সবই জানে। এগুলো বলে আমরা বিপদে পড়তে চাই না।

এ বিষয়ে কুমিল্লা ডিবির ওসি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বলেন, সীমান্ত দিয়ে ইলিশ পাচারের কিছু তথ্য আমরা পেয়েছি। এতে সীমান্তমুখী সড়কগুলোতে টহল এবং নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।

কুমিল্লা-১০ বিজিবির অধিনায়ক লে. কর্নেল মীর আলী এজাজ বলেন, সীমান্তের কোনো পয়েন্ট দিয়ে ইলিশ পাচারের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আমার কাছে নেই। আপনারা যদি তথ্য দেন তাহলে আমরা অভিযান পরিচালনা করব।

মেহেরপুর সীমান্তে অজ্ঞাত ব্যক্তির লাশ উদ্ধার

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি সীমান্তে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার সন্ধ্যায় সীমান্ত পিলার ১৩০/৩ এস-এর শূন্য রেখার কাছ থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। স্থানীয়রা জানান, ওই ব্যক্তি কয়েকদিন ধরে সীমান্ত এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। এলাকার মানুষ তাকে খাবার দিতেন এবং তাকে মানসিক ভারসাম্যহীন বলে জানতেন। বুধবার সন্ধ্যার আগে স্থানীয়রা তার মরদেহ সীমান্তের শূন্য রেখায় পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।
খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে মেহেরপুর মর্গে পাঠিয়েছে। তবে নিহতের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ মেজবাহ উদ্দিন জানান, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন এবং কিছুদিন ধরে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন। নিহতের পরিচয় শনাক্তে তদন্ত চলছে।

মহেশপুর সীমান্ত থেকে ফেন্সিডিল ও ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার

ঝিনাইদহের মহেশপুর সীমান্ত থেকে ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বিজিবি।

মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি)’র সহকারী পরিচালক মুন্সী ইমদাদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ৪টার দিকে মহেশপুর ব্যাটালিয়ন (৫৮ বিজিবি) এর অধীনস্থ মাধবখালী বিওপি’র দায়িত্বপূর্ণ এলাকার সীমান্ত ৭১/২-এস হতে আনুমানিক ২০০ গজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ধোপাখালী গ্রামের মোঃ আলিম হোসেনের আম বাগানের মধ্যে হতে হাবিলদার শ্রী ভবতোষ কুমার বিশ্বাস এর নেতৃত্বে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে আসামীবিহীন ২৪ বোতল ভারতীয় ফেন্সিডিল এবং ২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সীমান্ত দিয়ে ১২ বাংলাদেশিকে হস্তান্তর করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে বিজিবি-বিএসএফ কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে তাদের হস্তান্তর করা হয়।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবির) পরিচালক নাজমুল হাসান এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আজ মঙ্গলবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের মধ্যে উপজেলার দর্শনা সীমান্ত মেইন পিলার ৭৬-এর কাছে শূন্য লাইনে কম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি আনুষ্ঠানিক পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকে দর্শনা কম্পানি কমান্ডার সুবেদার আশরাফুল ইসলাম এবং ৩২ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের গেদে কম্পানি কমান্ডার এ সি সুরন্দার সিং উপস্থিত ছিলেন।

পতাকা বৈঠকের আলোচনার এক পর্যায়ে, বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ থেকে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশকারী ১২ জন বাংলাদেশি নাগরিককে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) বিজিবির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করে। এদের মধ্যে ৯ জন পুরুষ, ২ জন নারী ও ১ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশু রয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ওই সব ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে সীমান্তের বিভিন্ন স্থান দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করছিল।

নাজমুল হাসান আরো জানান, বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অংশ হিসেবে এ ধরনের পতাকা বৈঠক দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করছে।

পরে তাদের দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শহীদ তিতুমীর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ১২ জনকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করেছেন।

মুজিবনগর সীমান্তে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছে বিএসএফ

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর সীমান্ত দিয়ে মা ও দুই মেয়েকে পুশ ইন করেছেন ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

শুক্রবার সকালে বিজিবির সদস্যরা ওই তিনজনকে আটক করে মুজিবনগর থানায় সোপর্দ করেছেন।

বিজিবি জানিয়েছে, আটক তিনজন বাগেরহাট জেলার মমতা বেগম (৬০) এবং তাঁর দুই মেয়ে ময়না বেগম (৩০) ও মাহিনুর (২৫)। তবে দুই মেয়ে জন্মসূত্রে ভারতীয় নাগরিক বলে জানিয়েছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মমতা বেগম অবৈধভাবে গিয়ে ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে ৩০ বছর ধরে বসবাস করছিলেন। জন্মসূত্রে তাঁর দুই মেয়ে ভারতীয় নাগরিক। মেয়েরা সেখানকার বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করতেন। গত রোববার হঠাৎ সেখানকার পুলিশ তাঁদের বাড়ি থেকে আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। বিএসএফ শুক্রবার সকালে দারিয়াপুর সীমান্তের আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার ১১২–এর ৩ এস এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়। পরে বিজিবি বাংলাদেশের ভূখণ্ড থেকে তাঁদের আটক করে।

মুজিববনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মিজানুর রহমান বলেন, ‘আটক তিনজনের ঠিকানা যাচাই করার জন্য বাগেরহাটে পুলিশকে বার্তা দেওয়া হয়েছে। ঠিকানা ও পরিচয় সঠিক হলে তাঁদের পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে’।

দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার চোরাচালান পণ্য জব্দ

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার বিভিন্ন সীমান্তে ৬ বিজিবি চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে প্রায় ৫৮ লক্ষ টাকার পণ্য জব্দ করেছে।

জানা যায়, চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত সীমান্ত এলাকায় নিয়মিত টহল ও গোয়েন্দা তৎপরতার অংশ হিসেবে গত ২৭ থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়।

এ অভিযানে দর্শনা আইসিপি, দর্শনা, সুলতানপুর, বড়বলদিয়া এবং ঠাকুরপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মাদক ও চোরাচালানবিরোধী

কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে একাধিক সফল অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় বিজিবি অবৈধভাবে রক্ষিত চায়না জালসহ বিপুল পরিমাণ চোরাচালান পণ্য জব্দ করে।

জব্দকৃত মালামালের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ১৯ বোতল ভারতীয় মদ, ৬৭ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল, ৩ কেজি ভারতীয় গাঁজা, ৩,০০০ পিস ট্যাপেনটাডল ট্যাবলেট, ২১ পিস ভারতীয় শাড়ি, ১২ পিস থ্রি-পিস, ২০২ পিস বিভিন্ন প্রকার ভারতীয় কসমেটিকস, ২০০ পিস চায়না

দুয়ারী জাল, ৫০০ কেজি চায়না কারেন্ট জাল এবং ১৮০ কেজি ভারতীয় পেঁয়াজ। এছাড়াও বিভিন্ন ভারতীয় খাদ্যদ্রব্য উদ্ধার করা হয়। বিজিবি জানায়, এটি সীমান্ত এলাকাকে অবৈধ কর্মকাণ্ডমুক্ত রাখার রাষ্ট্রীয় প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপ। সীমান্তে বিজিবির অভিযান অব্যাহত থাকবে।

গাংনীর রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রামকৃষ্ণপুর সীমান্তে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ২৫ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। উদ্ধারকৃত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে বিজিবি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভোর ৫টার দিকে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) এর রামকৃষ্ণপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় এ অভিযান চালানো হয়। সীমান্ত পিলার ১৫৭ এর মেইন পিলার থেকে প্রায় ৩০০ গজ ভেতরে মদনের ঘাট নামক স্থানে হাবিলদার মো. আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। এ সময় ভারত থেকে পাচার হয়ে আসা ২৫ কেজি ৫০০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় বিজিবি সদস্যরা।

উদ্ধারকৃত গাঁজার সিজার মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৮৯ হাজার ২৫০ টাকা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। বিজিবি জানায়, মাদক চোরাচালান প্রতিরোধে তাদের এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

দর্শনা সীমান্তে ১ কোটি ৭২ লাখ টাকার স্বর্ণসহ দুই চোরাকারবারী আটক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা উপজেলার ছয়ঘড়িয়া সীমান্তে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১ কেজি ১৬২ গ্রাম ওজনের ৮টি স্বর্ণের বারসহ দুই চোরাকারবারীকে আটক করেছে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি)। জব্দ স্বর্ণের আনুমানিক মূল্য ১ কোটি ৭২ লাখ ১৫ হাজার ১৮২ টাকা।

আজ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে সীমান্ত পিলার নম্বর ৭৯ থেকে ১২০০ গজ ভেতরে তেমাথা এলাকায় অভিযান চালানো হয়। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবি সদস্যরা মোটরসাইকেলে করে সীমান্তের দিকে যাওয়া দুই সন্দেহভাজনকে থামার সংকেত দিলে তারা পালানোর চেষ্টা করে। ধাওয়া করে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃতরা হলেন দর্শনা থানার নাস্তিপুর গ্রামের মো. আব্দুল মমিন
(৪৯) ও মো. আবুল কালাম আজাদ (৪৭)। জিজ্ঞাসাবাদে মো. আব্দুল মমিন তার কোমরে লুকানো ৮টি স্বর্ণের বারের কথা স্বীকার করেন। এ ছাড়া তাদের ব্যবহৃত মোটরসাইকেল ও একটি বাটন মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়।

ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে অভিযানে জব্দ স্বর্ণ চুয়াডাঙ্গা ট্রেজারী অফিসে জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। হাবিলদার মো. মিজানুর রহমান বাদী হয়ে দর্শনা থানায় মামলা দায়ের করেছেন, এবং আটক দুজনকে থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গাংনী সীমান্তে ৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকার ভারতীয় ঔষুধ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাজিপুর ও তেতুঁলবাড়িয়া সিমান্তে পৃথক অভিযানে প্রায় ৫ লাখ ৮৮ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় নিষিদ্ধ ঔষুধ উদ্ধার করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)। আজ বুধবার সকাল ১১টার দিকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া ৪৭ বিজিবি এ তথ্য নিশ্চিত করে।

এতে জানানো হয়, কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি)-এর অধীনস্থ কাজিপুর বিওপির দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত পিলার ১৪৬/৬-এস এর নিকটবর্তী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কাজিপুর বর্ডার পাড়া মাঠ নামক স্থানে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। নায়েক কুমারেশ চন্দ্রের নেতৃত্বে পরিচালিত ওই অভিযানে ভারতীয় ৪৬০ পিস ডেক্সামিথাসন ট্যাবলেট জব্দ করা হয়। যার আনুমানিক সিজার মূল্যে এক লাখ ৩৮ হাজার টাকা।

অপরদিকে একই ব্যাটালিয়নের তেতুলবাড়ী বিওপির আওতাধীন সীমান্ত পিলার ১৪০/৫-এস এর কাছাকাছি হাটপাড়া মাঠ এলাকা থেকে আরেকটি অভিযান পরিচালনা করা হয়। জেসিও-১০০৪৯ নায়েব সুবেদার মোঃ কামরুল ইসলাম এর নেতৃত্বে পরিচালিত ওই অভিযানে ভারতীয় ১১৭০ পিস ডেক্সামিথাসন ট্যাবলেট এবং ৩৩০ পিস সাইপ্রোহেপটাডিন ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। যার বাজারমূল্য প্রায় ৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা। উদ্ধারকৃত ওষুধগুলোও ধ্বংস করার জন্য ব্যাটালিয়ন সিজার স্টোরে সংরক্ষণের কার্যক্রম চলছে।